দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL. 7 1999
পৃঃ ১২ কলাম ২

188

মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বাতিলের আদেশ প্রত্যাহারের দাবী

মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বাতিলের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য গাজীপুর জেলা জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতিসহ নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, '৯৭ সালের নীতিমালা পরবর্তী সময়ের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। পুরনো প্রতিষ্ঠানের জন্য শর্ত অপূরণ দেখা দিলে তাদেরকে সময় দিয়ে পূরণের সুযোগ দেয়া যুক্তিযুক্ত। স্কুল, কলেজ সার্ভে না করে শুধু মাদ্রাসা একতরফাভাবে সার্ভে করাটা উদ্দেশ্যমূলক। শিক্ষামন্ত্রীর পদক্ষেপে নামে নামে ব্যাংকে বেতন যায়, ডিসি, টিএনও বিলে প্রতিস্বাক্ষর করেন। এখানে দুর্নীতি আত্মসাতের সুযোগ কোথায়, ভুয়া, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির কথাটা অবান্তর। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, এ ধরনের অসত্য তথ্য পত্রিকায় প্রচার করা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিপন্থী। সবকিছু বলা ও লেখা যায় না। কারণ মানুষ সচেতনতার সাথে সবকিছু বুঝতে পারেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ উদাহরণ স্বরূপ কুষ্টিয়া জেলা সদরে কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনার পুষ্পপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম জেলার গারাংগিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকার ধামরাই থানার শরীফবাগ আলিয়া মাদ্রাসার মত প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিও বাতিল করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এখানে দুর্নীতি, ভুয়া কথাটা কিভাবে আসতে পারে তা বিবেচনার দাবী জানান নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, স্থানীয় সংসদ সদস্যগণও জানেন কোথায় ভুয়া অস্তিত্বহীন দুর্নীতিবাজ মাদ্রাসা আছে। তারা এলাকার সব খবর রাখেন। একজন সাংবাদিক অতি উৎসাহে কলম দ্বারা যা খুশি লিখবেন এটা সত্যি দুঃখের বিষয়।

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসার স্বীকৃতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এমপিও বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তারা সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দ সকল অন্যায়ের নিরপেক্ষ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিধিসম্মত ব্যবস্থার দাবী জানান। বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তারা হলেন মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী, সভাপতি গাজীপুর জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন, মাওলানা আব্দুর রহমান বেলালী, মাওলানা আব্দুল হাকিম জেহাদী, মাওলানা নজরুল ইসলাম আল মারুফ, মাওলানা ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল মান্নান, মাওলানা আলাউদ্দিন, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা আবুল বাশার প্রমুখ।